ফেরারীর কবিত্ব

খন্দকার জাহিদ হাসান

গান নয়, ভেসে আসে শেষ আর্তনাদ—
পিষ্ট ক'রে সন্ত্রস্ত সত্তা
বসুন্ধরার জংগী চাকা তবু ঘোরে
নগরীর অযুত রাজপথে
এ-নগরীর সম্ভ্রান্ত মুখে তাই
হরপ্পার প্রেতাত্মা দেয় থুথু !!!

আমার চেতনা জুড়ে ব্যাপ্ত অনুক্ষণ
একজোড়া নির্বাক বিষণ্ন চঞ্চুর অসহায় ছায়াঃ
কাল হতে হবে না হায় দোয়েলের শিসে
মুখরিত অট্টালিকার চূড়া!

স্বেদাক্ত সূর্য ঠেলে
মূর্তিময়ী ত্যাজ্যবধূর কম্পমান বিম্বে
ঈভের প্রাগৈতিহাসিক চতুর্মাত্রিক পোর্ট্রেট
ক্রমাগত, একঘেঁয়ে, অশালীন
দৃষ্টি-পুকুরে জলমগ্ন অন্নপূর্ণা দুলালীর লাশ
যৌবনের ভস্ম লগ্ন অবনত স্তনে—
বাড়ানো হাত, শূন্য হাত, সর্বহারা হাত
আমার-ই এ মধ্যবিত্ত দ্বারে।

হায়গো মৃন্ময়ী সুন্দরী!
তোমাদের এই 'ভদ্রপুরে' ক্রমঃবর্ধমান
অভদ্রের সফেদ কংকাল~
সভ্যতার চোখ-ঝল্‌সানো সূর্য যখন মাঝ গগনে
আজও তখন জীর্ণ কুটীরের দীর্ণ চালায়
শীর্ণ শিশুর উদ্বন্ধন।

দীপ-সাঁঝে অপসরীদের ব্যালে ডান্স্
মধ্যযামে অ্যাল্‌কোহলের তীব্র ঝাঁঝ
আর দিনভর-ই চলে কেবল
আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তোলা যুদ্ধ
মাতালবৃন্দ হাসেন দেখে গুলীবিদ্ধ ফাইটার;

ফণাতোলা সরীসৃপ— মুমূর্ষুর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ
এককৌটা মারাত্মক ভাইরাস
ছড়িয়ে দেয় ওরা আকাশে-বাতাসে—
সব্জীর ক্ষেতে ঐ দ্যাখো তাই নিঃশব্দে ক্রল্ করে
অত্যাচারীর সকল ত্যাজ্যপুত্র.....

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২০/০৪/২০০৭